মহেশপুর আদালত চত্বরে জাল কোর্ট ফি’র রমরমা বাণিজ্য

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত চত্বরে জাল কোর্ট ফি’র রমরমা বাণিজ্য চলছে দীর্ঘদিন ধরে। স্ট্যাম্প ভেন্ডার ও ফটোকপির দোকানগুলোর মাধ্যমে প্রতিনিয়তই ছড়িয়ে পড়ছে জাল কোর্ট ফি। এতে সরকার হারাচ্ছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব, আর লাভবান হচ্ছে একটি প্রভাবশালী অসাধু সিন্ডিকেট।

জানা গেছে, সম্প্রতি জমিজমা সংক্রান্ত একটি দেওয়ানি মামলার আবেদনপত্রে (আর্জিতে) লাগানো কোর্ট ফি নিয়ে সন্দেহ হলে আদালতের সিনিয়র সহকারী জজ বিচারক মেশিনের মাধ্যমে কোর্ট ফি যাচাইয়ের নির্দেশ দেন। গত ৮ জুলাই পরীক্ষা করে দেখা যায়, আর্জিতে লাগানো বেশির ভাগ কোর্ট ফি জাল। এসব কোর্ট ফিতে কোনো সরকারি জলছাপ, সিরিয়াল নম্বর কিংবা বৈধতা নিশ্চিতকরণ চিহ্ন মেলেনি।

এই ঘটনায় আদালতের সেরেস্তাদার আবু সাঈদ বাদী হয়ে ১০ জুলাই মহেশপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা একাধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আদালত প্রাঙ্গণের আশপাশে থাকা কিছু স্ট্যাম্প ভেন্ডার ও ফটোকপির দোকান থেকেই মূলত এই জাল কোর্ট ফি বাজারজাত হচ্ছে। এসব দোকানে পাঁচ, দশ ও বিশ টাকার কোর্ট ফি পাওয়া যায়। তবে বিশ টাকার কোর্ট ফিতেই বেশি পরিমাণে জাল কাগজ শনাক্ত হচ্ছে।

আইনজীবীদের সহকারীরা জানিয়েছেন, আমরা স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের দোকান থেকেই কোর্ট ফি সংগ্রহ করি। তবে হাতে কোনো যাচাইকরণ মেশিন না থাকায় কাগজটি জাল কি না তা যাচাই সম্ভব হয় না।

এ বিষয়ে স্ট্যাম্প ভেন্ডার বাবর আলী বলেন, আমার দোকানের কোনো কোর্ট ফি এখনও পর্যন্ত জাল প্রমাণিত হয়নি। তবে এটা ঠিক, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের আশায় নকল কোর্ট ফি বিক্রি করে থাকেন। অনেকেই জানে না যে তারা জাল কোর্ট ফি কিনছেন।
সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের সেরেস্তাদার আবু সাঈদ বলেন, জাল কোর্ট ফি শনাক্ত হওয়ার পরপরই আমরা বিচারকের নির্দেশে পরীক্ষা করেছি। বেশিরভাগই জাল প্রমাণিত হয়েছে। বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছি

এবং থানায় মামলা করেছি। তদন্তের জন্য পুলিশের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তদন্ত সাজ্জাদুর রহমান বলেন, আমরা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছি। আদালতের দেওয়া নমুনা কোর্ট ফি ও দোকানগুলোর কার্যক্রম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়রা মনে করছেন, এই সিন্ডিকেট অনেকদিন ধরেই গোপনে এই জালিয়াতি করে আসছে। প্রশাসনের নজরদারি এবং কার্যকর অভিযানের অভাবেই তারা পার পেয়ে যাচ্ছে।

এদিকে আদালত সংশ্লিষ্টরা কোর্ট ফি বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লাইসেন্স, যাচাইযোগ্য উৎস এবং মেশিনে পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি তুলেছেন।

সরকারি রাজস্ব ফাঁকি এবং বিচার ব্যবস্থার মতো একটি সংবেদনশীল জায়গায় এমন জালিয়াতির ঘটনায় সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

বাদিয়াপাড়া-মহাব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এসকল অভিযোগ তুলে গ্রামবাসী গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ পত্র দুটি মেহেরপুর প্রতিদিনেও পৌছানো হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন

এবং সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদ যৌথভাবে ৫ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দেন। নিয়োগের নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে মোট ৩২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় উন্নয়ন ফান্ডের নামে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কামরুন্নাহারের কাছে থেকে ১২ লাখ, নাইট গার্ড ওসমানের কাছে থেকে ১০ লাখ, মালি জাবির থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন। এছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে প্রধান শিক্ষক নিজ বোনের ছেলের নিয়োগের বিনিময়ে ১৫ কাঠা জমি নিজের নামে লিখে নেন এবং সভাপতি তার নিজের ছেলেকে পিয়ন পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, স্কুলের নামে থাকা ১১টি দোকান থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় করা হলেও গত ১৫ বছরের কোনো হিসাব প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে জবাবদিহি চাইলে প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সভাপতি একে অপরকে দায় দিয়ে গড়িমসি করছেন। গ্রামবাসীরা অভিযোগের বিষয়ে দুদক ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে এসকল অনিয়মনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

তবে প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন মুকুল মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, শুনেছি আমার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করেছে। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, এগুলো ভুয়া তথ্য। বর্তমান এডহক কমিটি নিয়ে দ্বন্দ হওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগ তোলা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাসব্যাপী শিল্প ও পণ্য বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুর স্বপ্নচূড়া সংগঠনের উদ্যোগে মেহেরপুর বাস টার্মিনাল প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী শিল্প ও পণ্য বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে এবং পায়রা উড়িয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক

উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা। আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক তামিম হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, শ্রমিক নেতা সাকুয়াদ হোসেন সবুজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মনোজ্ঞ আতশবাজি প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়, যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

মাসব্যাপী এই মেলায় দেশীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন শিল্প ও পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আয়োজকরা আশা করছেন, মেলাটি স্থানীয় শিল্পপণ্য ও ব্যবসায়ের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ

মেহেরপুরে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মেলার প্রস্তুতি চলাকালে ব্যবসায়ীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানান।
পরে তাঁরা নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় বড়বাজারের ৪ রাস্তার মোড়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়। পরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন রওশন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে বাণিজ্য মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত ছিল। তবে খেলার মাঠে মেলা আয়োজনের প্রতিবাদে খেলোয়াড়দের মানববন্ধনের পর স্থান পরিবর্তন করে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

শনিবার সকাল থেকে মাঠ প্রস্তুতের কাজ চলছিল। তখনই মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা সেখানে গিয়ে অবস্থান নিয়ে মেলা বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।

মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম মাঠে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (৮ মার্চ) বেলা ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে বাণিজ্যমেলা বন্ধের দাবি জানানো হয়।

তারা বলেন, দীর্ঘদিন মেহেরপুরে খেলাধুলা বন্ধ রয়েছে, মেহেরপুর শহরে খেলার জায়গা নাই স্টেডিয়ামে মেলা হলে খেলোয়াররা খেলার জায়গা পাবে না। খেলার মাঠ বাদে অন্য কোথাও মেলা স্থানান্তর করার দাবি জানান তারা।

সেখানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য এ এস লিটন, আমিরুল ইসলাম অলডাম, মাসুদুল ইসলাম প্রমূখ।

এই সময় জেলার সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রা এবং ক্রীড়া প্রেমী মানুষরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডু ইউনিয়নের স্কুল কলেজ দখল ইউপি চেয়ারম্যান ঝন্টুর কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য!

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু ইউনিয়নের স্কুল কলেজ দখল করে বাবা, ভাই ও অনুসারিদের সভাপতি বানিয়ে কোটি টাকার উপরে নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। ইউনিয়নে তার ভয়ে কথা বলারমত শাহস করতেন না কেউ। স্কুল, কলেজ হাট বাজার, বাউড় সবই ছিল তার দখলে। তিনি কখনো আওয়ামী লীগের এমপি, কখনো উপজেলা চেয়ারম্যান, কখনো দলীয় নেতাদের লাঠিয়াল বাহিনি হয়ে একাধিক মানুষের উপর হামলা ও মারধর করেছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর একের পর এক সবাই মুখ খুলতে শুরু করেছে।

ঝন্টু চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নেনর ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ল্যাব সহকারী, অফিস সহায়ক, আয়া, নিরাপত্তা কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও নৈশ প্রহরী নিয়োগ দিয়ে ৮২লক্ষ টাকা বাণিজ্য করেছে। গত ২০২২/২০২৩ সালে এই নিয়োগ সম্পন্ন করেণ। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদে শিল্পি খাতুনের নিকট থেকে ৪ লাখ, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহন কুমারের নিকট থেকে ১৫ লাখ, অফিস সহায়ক আকিমুলের নিকট থেকে ৯লাখ, ল্যাব সহকারী তানভিরের নিকট থেকে ১৪ লাখ, আয়া রুমানার নিকট থেকে ১০ লাখ, পরিচ্ছন্নতা কর্মী মুন্নার নিকট থেকে ৯লাখ, নিরাপত্তা কর্মী অচিন্তের নিকট থেকে ১১ লাখ ও নৈশ প্রহরী দুর্জয় এর নিকট থেকে ১০ লাখ ঘুষ নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
এছাড়া বাবা গোলাম রহমানকে ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি বানিয়ে ৩জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে ২২লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য

করেছে। এর মধ্যে অফিস সহায়ক শাহীন এর নিকট থেকে ৮লাখ, নিরাপত্তা কর্মী মানোয়ার হোসেন মন্টুর নিকট ৯লাখ এবং পরিচ্ছন্না কর্মী রাম কুমার বাশফোড়ের নিকট থেকে ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এছাড়াও ছোট ভাই এ্যাড. আশরাফুল ইসলামকে হাজী আরশাদ আলী কলেজের সভাপতি বানিয়ে নিজের ছেলেকে অফিস সহকারী পদে নিয়োগ দিয়েছে আর অন্য দুই প্রার্থীর নিটে থেকে ২৩লাখ টাকা বাণিজ্য করেছে। তাদের মধ্যে তমাল হোসেনের নিকট থেকে ১৫ লাখ এবং িআশক রহমানের নিকট থেকে ৮লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। এছাড়া ইউনিয়নের অন্যান্য স্কুলেও প্রভাব একাধিক প্রার্থীর নিয়োগের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

ঘোড়াগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিল্পি খাতুন বলেন, চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু তার নিজের মত স্কুলের কমিটি গঠন করেছিলো । পরে নিয়োগ দিয়েছে। এতে আমার কোন হাত নেই। আমি প্রধান শিক্ষক বাধ্য হয়ে সব সময় সব কাজে স্বাক্ষর করেছি।

ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী ইউনুচ আলী বলেন, আমি বংশীয় লোক। আমি নিয়োগ দিয়ে কোন টাকা/ঘুষ নিইনি। মাত্র ৩ লক্ষ টাকা নিয়োগের খরচ বাবদ নেওয়া হয়েছিলো। নিয়োগের খরচের পর বাকী টাকা বিদ্যালয়ের রুম করা হয়েছে ও সভাপতির নিকটে আছে।

কাপাশহাটীয়া হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাকির হোসেন বলেন, সরকরী নিয়ম মাফিক নিয়োগ হয়েছে। বাকীটা সভাপতি জানেন।

কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু বলেন, টাকা পয়সা দিয়ে কাওকে চাকুরী দিই নি। এর কোন ভিত্তি নেই। এসব ভিত্তিহীন কথা।

আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

৩২ লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্যে!

কম প্রচলিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ৪ টি পদে ৩২ লক্ষ টাকা বাণিজ্য করার অভিযোগ এনে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামবাসী।

আশরাফপুর গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে খোকন আলী এই অভিযোগ দেন। লিখিত অভিযোগে আশরাফপুর গ্রামের ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর করেন।

অভিযোগে তিনি লেখেন, মেহেরপুরে আসেনা এমন দুটি প্রচলিত পত্রিকাতে গোপনে বিজ্ঞাপন দিয়ে আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর পদে ১০ লাখ টাকা চুক্তিতে জিনারুল ইসলামকে, নৈশকালিন গার্ড পদে ৮ লাখ টাকা চুক্তিতে মো: হাসান আলীকে, পরিচ্ছনতা কর্মী পদে ৭ লাখ টাকা চুক্তিতে মোছা: আখি খাতুনকে ও এমএলএসএস/ দপ্তরী পদে ৭ লাখ টাকা চুক্তিতে ইমাদুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়ার পায়তারা চালাচ্ছেন।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: তাহাজ উদ্দীন যৌথভাবে এই গোপন নিয়োগ বাণিজ্য করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

গ্রামবাসির পক্ষে অভিযোগকারী খোকন আলী আরো বলেন, ইতোপূর্বে প্রধান শিক্ষক মো: তাহাজ উদ্দীন বিদ্যালয়ের ফান্ডের অগ্রণী ব্যাংকের শাখা থেকে ৪ লাখ তুলে আত্মসাৎ করেন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিষয়টি নিয়ে বসে প্রধান শিক্ষক তাহাজ উদ্দীনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। বিদ্যালয় ৫০ হাজার টাকা পেলেও হদিস মেলেনি বাকি সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

মেহেরপুরের একজন সাংবাদিকের কু পরামর্শেই অপ্রচলিত পত্রিকায় (পত্রিকা দুটি মেহেরপুরে আসেনা) ১০ হাজার টাকা নিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আনারুল ইসলাম বলেন, টাকা নিয়োগ লোক নিয়োগ করার অভিযোগ এনে বিভিন্ন স্থানে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কারণে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছি। পরে আবারো বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□